সংবাদ

তারিখ ..... 8 JAN 2012
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১

মণিপুর স্কুলে মানববন্ধন

বাড়তি ফি ও বাড়তি ভর্তির বিরুদ্ধে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষামন্ত্রীর কঠোর হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি, কোচিং বাণিজ্য ও ইচ্ছেমতো ফি আদায় বন্ধ হচ্ছে না। সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে নামিদামি প্রতিষ্ঠানগুলো অনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়েই যাচ্ছে। তারা নিজেদের মতোই করছেন সবকিছু। স্কুল ও কলেজ পরিচালনা পরিষদের বেপরোয়া কর্মকাণ্ডে দিশেহারা হয়ে পড়ছেন অভিভাবকরা। দু'একটি এমপিওভুক্ত স্কুল ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভর্তি নীতিমালা অনুসরণের ঘোষণা দিলেও বেশিরভাগ শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানই এর তোয়াক্কা করছে না। উল্টো শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে দু'একটি প্রতিষ্ঠান ও পরিচালনা পরিষদের কর্মকর্তারা। এর পাল্টা জবাবও দিচ্ছেন সচেতন অভিভাবকরা। ফলে নৈরাজ্য মহামারী আকার ধারণ করছে। কিন্তু নীরব নির্বিকার শিক্ষা প্রশাসন। তবে অভিভাবকরা হাল ছাড়তে নারাজ। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে রাজধানীর মিরপুরে। মিরপুরস্থ মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন অভিভাবকরা। কিন্তু প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের দাবি আমলেই নিচ্ছে না।

সরকারের নির্দেশনা উপেক্ষিত : গত মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের উদ্দেশে বলেছিলেন, সবাইকে অবশ্যই ভর্তি অভিভাবকদের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

শিক্ষাঙ্গনে বাণিজ্য বন্ধের দাবিতে গতকাল মিরপুর মণিপুর স্কুলের শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করে

অভিভাবকদের : বিক্ষোভ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নীতিমালা-২০১১ মানতে হবে। যারা মানবে না তাদের এমপিও বন্ধ, প্রয়োজনে স্বীকৃতি বাতিল ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না। কেউ ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি কিংবা ডোনেশন নিলে তা ফেরত দিতে বাধ্য করা হবে।

কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর এ নির্দেশনার তোয়াক্কা না করে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীর ভর্তি ফি ১০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১৪ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে। সরকারের নিয়মকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ক্যামব্রিয়ান স্কুল প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি ফি নিচ্ছে এক লাখ ২৫ হাজার টাকা। মাইলস্টোন স্কুল নিচ্ছে ১৫ থেকে ১৬ হাজার টাকা। এছাড়া রাজধানীর ১০/১২টি প্রতিষ্ঠান নীতিমালা লংঘন করে অতিরিক্ত ফি নিচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের বেপরোয়া কর্মকাণ্ড মনিটরিংও করছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অভিভাবক ফোরামের বক্তব্য : অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু সংবাদ'কে বলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ভর্তি নীতিমালা মানতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ ভেঙে দিতে হবে। অধ্যক্ষদের অপসারণ করতে হবে। কেবল নির্দেশনা জারি করে বসে থাকলেই হবে না। তিনি আরও বলেন, অভিযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনৈতিক আর্থিক সুবিধা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশি তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এবং মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অনৈতিক কর্মকাণ্ড তদন্তে গত বছরের ১ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (মাধ্যমিক) সহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু সে কমিটির প্রতিবেদন আজও প্রকাশ পায়নি।

এমপি এবং প্রধান শিক্ষকের অপসারণ দাবি : কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বাধ্য করে রাস্তায় নামিয়ে গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে মানববন্ধনের আয়োজন করায় স্থানীয় এমপি কামাল আহমেদ মজুমদার ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের অপসারণের দাবিতে গতকাল মিরপুরে মানববন্ধন করেছে মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। তারা অবৈধভাবে শিক্ষার্থী ভর্তি, ডোনেশনের নামে অতিরিক্ত ফি আদায়, কোচিং বাণিজ্য বন্ধেরও দাবি জানিয়েছেন।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছে, ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়নি এমন শিক্ষার্থীকেও দ্বিতীয় মেধাতালিকায় উত্তীর্ণ দেখানো হয়েছে। এছাড়া এক বছরেই শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নেয়া বেতন ও ফি'র প্রায় ৯ কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে।

তারা বলেন, স্কুল কর্তৃপক্ষের এ অস্বাভাবিক আচরণ তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। কিন্তু টাকা অনেক বেশি হওয়ায় ভর্তি করাতে পারছেন না। মিরপুর-২ নম্বরে স্কুলের মূল ভবনের সামনে সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত এ মানববন্ধনে ৫ শতাধিক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক অংশ নেন। মানববন্ধন চলাকালে স্কুলের ফটকের সামনে অবস্থান নেন বেশকিছু পুলিশ। এছাড়া স্কুলের আশপাশে বিভিন্ন জায়গায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

নমনীয় হচ্ছে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল : নতুন ভর্তি নীতিমালা ও সরকারি পরিপত্র মেনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও ফি আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার অভিভাবক ও ভর্তিচ্ছুক অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি এক সপ্তাহ স্কুলে কোচিং কার্যক্রম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

এ বিষয়ে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য ও মতিঝিল থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম আশরাফ তালুকদার সংবাদ'কে বলেছেন, আমরা অভিভাবকদের আশ্বস্ত করেছি- গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত ছাড়া অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে না। কারণ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখায় ছাত্রছাত্রীর জায়গার সংকুলান হচ্ছে না। বাড়তি কিছু ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হলে তা গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত নিয়ে সবাইকে জানিয়ে করা হবে।